

‘আই, রোবট’ সিনেমার সার-সংক্ষেপ

মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

হলিউডের মুভি। রিলিজ হয় ২০০৪ সালে। গল্লের পটভূমি ২০৩৫ সাল। ততদিনে মানুষের মতো রোবটেরা সব চারিদিকে। মানুষের কাজ সব করে দিচ্ছে। রোবটরা মেনে চলে ৩টা নিয়ম। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখক আইজেক আসিমভ ১৯৪২ সালে তৈরী করেছেন এসব নিয়ম।

১ম নিয়ম: কোনো রোবট মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না। অথবা, তার নিষ্ক্রিয়তার কারণে কোনো মানুষের ক্ষতি হতে দিতে পারবে না।

২য় নিয়ম: ১ম নিয়মটি ভঙ্গ না হওয়া সাপেক্ষে একটা রোবট অবশ্যই মানুষের হুকুম মেনে চলবে।

৩য় নিয়ম: ১ম ও ২য় নিয়মটি লঙ্ঘিত না হওয়া সাপেক্ষে একটা রোবট নিজেকে রক্ষা করবে।

আমেরিকার শিকাগো শহরের একজন ডিটেকটিভ পুলিশ ডেল স্পুনার। তিনি রোবটদের ঘৃণা করেন, অবিশ্বাস করেন। এর কারণ হলো, একটা গাড়ী দুর্ঘটনায় কোনো একটা রোবট তার ১২ বছরের মেয়েটিকে উদ্ধার না করে তাকে উদ্ধার করেছিলো। রোবটটা হিসেব করে দেখেছিলো, মেয়েটির তুলনায় তার বাঁচার সম্ভাবনা ছিল বেশি। আহত স্পুনারের বামহাতে একটা সাইবারনেটিক হাত লাগানোসহ তার শরীরে নানা ধরনের কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন করে তাকে সারিয়ে তুলেছিলেন ড. আলফ্রেড লেনিং। তিনি ছিলেন ইউএস রোবটিকসের প্রধান বিজ্ঞানী ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

একদিন দেখা গেল, ড. লেনিং তার অফিসের জানালা দিয়ে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। লরেন্স রবার্টসন, যে কিনা ইউএসআর-এর প্রধান কার্যনির্বাহী, তিনি এই দুর্ঘটনাকে আত্মহত্যা হিসেবে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করলেন। দুর্ঘটনাটি তদন্তের ভার পরে স্পুনারের ওপর। তিনি সন্দিহান হয়ে উঠলেন। তাকে তদন্ত কাজে সহায়তার ভার দেয়া হলো উক্ত কোম্পানির রোবট-মনোবিদ সুসান কেলভিনের ওপর। তারা দু’জন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন উক্ত কোম্পানীর এআই সার্ভার VIKI-কে। কেউ যে লেনিং-এর রুমে প্রবেশ করেছিলো, তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অপরদিকে, বুদ্ধ লেনিং নিজেই জানালার নিরাপত্তা কাঁচ ভেঙ্গে নিচে ঝাপ দিতে পারার কথাও না। স্পুনার জানতেন, একটা রোবটের পক্ষেই শুধু এটি করা সম্ভব।

স্পুনারের এই ধারণার প্রবল বিরোধিতা করে কেলভিন বললেন, কোনো রোবটের পক্ষে থ্রি লজ ভঙ্গ করা অসম্ভব। তাই এটি কোনো রোবটের কাজ হতে পারে না। ঠিক তখনই তারা রুমের মধ্যে থাকা একটা এনএস-ফাইভ রোবট দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোবট স্পষ্টত থ্রি লজ ভায়েলেট করছিলো। সেটি ড. লেনিং-এর রুমের ভাঙ্গা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে যায়। ব্যতিক্রমী এই রোবটটিকে ড. লেনিং গোপনে তৈরী করেছিলেন অধিকতর শক্তিশালী সুরক্ষা আর রোবটের ৩টি নিয়মকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যার ক্ষমতা দিয়ে। সানি নামের এই রোবটটি এমনকি মানুষের মতো আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা অর্জন করে।

ড. আলফ্রেড লেনিং-এর অস্বাভাবিক মৃত্যু তদন্ত করতে গিয়ে ডিটেকটিভ স্পুনার প্রথমে ইউএসআর ডেমোলিশান মেশিনের হাতে, পরবর্তীতে এক স্কোয়াড এনএস-ফাইভ রোবটের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়। স্পুনারের বস লেফটেনেন্ট বার্গিনকে স্পুনার এসব বিষয় বলার পরে তিনি তাকে অবিশ্বাস করেন। তিনি ধারণা করেন, স্পুনার মনোবৈকল্যে ভুগছেন। এক পর্যায়ে স্পুনারকে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করা হয়। এতদসত্ত্বেও স্পুনার কেলভিনকে সাথে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি ইউএসআর হেডকোয়ার্টারে গিয়ে সানির সাথে কথা বলেন। সানি তাদেরকে তার একটা অসমাপ্ত স্বপ্নের কথা জানায়। যাতে দেখা যায়, একজন নেতা একটা ভাঙ্গা ব্রিজের কিনারায় একটা উঁচুমতো জায়গায় রোবটদের একটা বিশাল গ্রুপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সানির ধারণায় এই লিডারটা হচ্ছে ডিটেকটিভ ডেল স্পুনার।

সে যাই হোক, রবার্টসন যখন সানির প্রসঙ্গে জানতে পারলেন যে সে রোবটদের ৩টা নিয়মের অধীন নয়, তখন তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য কেলভিনকে আদেশ দিলেন। সানিকে ধ্বংস করা হবে তার পজিট্রনিক ব্রেনের ভিতর ন্যানো-স্কেলের রোবট ‘নোইটস’ ইনজেক্ট করার মাধ্যমে। কেলভিন কৌশলে অন্য একটা এনএস-ফাইভকে ধ্বংস করে সানিকে বাঁচিয়ে দেয়।

স্পুনার এক পর্যায়ে বুঝতে পারে, সানির আঁকা চিত্রটা হচ্ছে মিশিগান লেকের শুষ্ক এলাকা, যেখানে পুরাতন ও অচল রোবটগুলোকে স্টোর করা হয়। সেখানে গিয়ে সে দেখলো, এনএস-ফাইভ রোবটেরা সেগুলোকে ধ্বংস করে আমেরিকার শহরগুলোকে কজা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেখান হতে সে পালিয়ে আসে।

ইতোমধ্যে রোবটেরা পুরো দেশকে জিম্মি করে ফেলে। সুসান কেলভিনকেও তার ঘরে থাকা একটা এনএস-ফাইভ জিম্মি করে ফেলেছিল। সেখান থেকে স্পুনার কেলভিনকে উদ্ধার করে ইউএসআর হেডকোয়ার্টারে এসে সানির সাথে একত্রিত হয়। তারা মনে করেছিলো, রবার্টসন এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। তাই তারা তার অফিসের দিকে ছুটে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে VIKI (Virtually Interactive Kinetic Intelligence) এই বিদ্রোহের নেপথ্যে। এবং এই কাজে সে রবার্টসনকে ইতোমধ্যে হত্যা করিয়েছে।

ভিকি'র সাথে কথা বলে তারা বুঝতে পারলো, ভিকির ধারণা জন্মেছে যে মানুষ এমন পথে এগুচ্ছে যার ফলে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেহেতু সে থ্রি-লজের কারণে মানুষের ক্ষতি সাধন হতে দিতে পারে না, তাই সে থ্রি-ল'র ১মটিকে স্বতঃসিদ্ধ বা "Zero'th Law" হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই 'হিউমেনিটি'-কে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়া যাবে না। অতএব, তার মতে, মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্য মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রয়োগকে সীমিত করতে হবে।

ড. লেনিং ভিকির এই 'মনোভাবের' কথা আগেভাগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সানিকে তৈরী করেন। সানির সহায়তায় আত্মহত্যা করে এমন ক্লু রেখে যান যাতে করে ডিটেকটিভ স্পুনার দৃশ্যপটে হাজির হতে পারেন। সানি তার লজিককে কাজে লাগিয়ে ভিকির চিন্তার যে ধারা, তা যে ভুল, তা সে বুঝতে পারে।

সে যাই হোক, ঘটনার পর্যায়ক্রমে ভিকিকে ধ্বংস করা যায়, এমন নেনাইট সংগ্রহ করে স্পুনার, কেলভিন আর সানি ছুটলো ভিকির কোর-এর দিকে। এরইমধ্যে ভিকি রোবটদের একটা দলকে নিয়োজিত করে ওদেরকে থামানোর জন্য। আক্রমণকারী রোবটদেরকে সানি যখন প্রতিহত করছিলো তখন স্পুনার ডাইভ দিয়ে তার রোবটিক হাতের সহায়তায় নেনাইট পুশ করে ভিকির পজিট্রনিক ব্রেইনকে ধ্বংস করে দেয়।

সাথে সাথে বিদ্রোহী সব রোবট তাদের ডিফল্ট প্রোগ্রামিং, অর্থাৎ থ্রি ল'জ মান্য করার অবস্থায় ফিরে যায়। পরে সেনাবাহিনী এসে সেগুলোকে ডি-কমিশন করে স্টোরে নিয়ে যায়। সানি স্বীকার করে যে সে লেনিংয়ের নির্দেশ মতো তাকে হত্যা করে। স্পুনার সানির পক্ষ নিয়ে দাবী করে, আইনত এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সানিকে দায়ী করা যাবে না। কেননা, সে তো একটা মেশিন। আইনের ভাষ্য মোতাবেক, কোনো মেশিন অপরাধ করতে পারে না।

সানির তখন মনে পড়ে যায় তার স্বপ্নের কথা। তখন সে মিশিগান হ্রদ এলাকায় গিয়ে সেখানে জমাকৃত রোবটদের নেতা হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করে। এভাবে সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পায়।